# চট্টগ্রাম ইংরেজি আইসিটির কারণে পেছনে

চট্টগ্রাম ব্যুরো
১৮ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৮ জুলাই ২০১৯ ০০:৩৩

উচ্চ মাধ্যমিকে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এবারের পাসের হার ৬২ দশমিক ১৯ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় দশমিক ৫৪ শতাংশ কম। গত বছর পাসের হার ছিল ৬২ দশমিক ৭৩ শতাংশ। সামগ্রিক পাসের হার খুব বেশি না কমলেও মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের পাসের হার আশঙ্কাজনক হারে কমেছে। এই দুই বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে ফেল করার কারণে সামগ্রিক ফলে এর প্রভাব পড়েছে। মহানগরে পাসের হার বাড়লেও মফস্বল এবং দুই পার্বত্য জেলায় কমেছে। ফলে আটটি বোর্ডের মধ্যে এ বোর্ডের অবস্থান অষ্টম। পাসের হার কিছুটা কমলেও এবার বেড়েছে জিপিএ-৫

প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এবার দুই হাজার ৮৬০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। গতবার এ সংখ্যা ছিল এক হাজার ৬১৩ জন।

মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষার্থীরা ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে খারাপ ফল করায় সামগ্রিক ফলে প্রভাব পড়েছে বলে জানান বোর্ডের কর্মকর্তারা।

advertisement

গতকাল বুধবার দুপুরে বোর্ডের সম্মেলনকক্ষে ফল ঘোষণা করেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাহবুব হাসান। তিনি বলেন, মূলত জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ৮৮ শতাংশই নগরীর বিভিন্ন স্কুলের। তার মানে সবচেয়ে বেশি খারাপ করেছে মফস্বল ও দুই পার্বত্য জেলার শিক্ষার্থীরা। পারিবারিকভাবে অসচ্ছল, অবকাঠামো সমস্যা, শিক্ষক সংকটসহ নানা কারণে তাদের ফল বরাবরের মতো খারাপ হয়েছে। দক্ষ শিক্ষক, অবকাঠামো উন্নয়ন ও মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করতে না পারলে এসব এলাকায় পাসের হার বাড়বে না।

এবার ২৬০ কলেজের ৯৮ হাজার ৯২৬ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছেন ৬১ হাজার ৫২৩ জন। গত বছর ২৫৩ কলেজ থেকে ৯৬ হাজার ৮৫৮ ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়ে পাস করেছিলেন ৬০ হাজার ৭৫৫ জন। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৮০ দশমিক ৯, মানবিকে ৪৮ দশমিক ৬৫ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৬৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গত বছর হার ছিল যথাক্রমে ৭৩ দশমিক ১১, ৫১ দশমিক ৬৯ এবং ৬৮ দশমিক ১ শতাংশ।

পাসের ক্ষেত্রে এবারও ছাত্ররা এগিয়ে রয়েছে। এবার ৬৫ দশমিক ১১ শতাংশ ছাত্র এবং ৫৯ দশমিক ২১ শতাংশ ছাত্রী পাস করেছে।

জেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল হয়েছে পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে। সেখানে পাসের হার ৪৫ দশমিক ৫০ শতাংশ। খাগড়াছড়িতে ৪৯ দশমিক ৯৩ এবং বান্দরবানে পাসের হার ৫৯ দশমিক ৭১ শতাংশ। কক্সবাজার জেলায় পাসের হার ৫৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ। নগরীর তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে মফস্বলের কলেজগুলো। নগরে পাসের হার ৭৫ দশমিক ৩২ শতাংশ। মহানগর বাদে চট্টগ্রাম জেলায় পাসের হার ৫৫ দশমিক ৬১ শতাংশ।

ইংরেজি বিষয়ে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ৯৭ দশমিক ৭ শতাংশ। মানবিক বিভাগে ৬৬ দশমিক ৩৭ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৮০ দশমিক ৯১ শতাংশ। আইসিটিতে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৯৬ দশমিক ৪৬, মানবিকে ৭৪ দশমিক ২০ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৮৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ।

জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও পিছিয়ে মহানগরের বাইরের কলেজগুলো। জিপিএ-৫ পাওয়া দুই হাজার ৮৬০ শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই হাজার ৫১৯ জনই মহানগরের বিভিন্ন কলেজের। জেলার কলেজগুলোর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৪১ জন, কক্সবাজারে ৫৬, রাঙামাটিতে ৮, খাগড়াছড়িতে ১৫ এবং বান্দরবানে ২১ জন।

২৬০টি কলেজের মধ্যে শতভাগ পাস করেছেন, এমন কলেজের সংখ্যা তিনটি। নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় অক্সফোর্ড মডার্ন কমার্স কলেজ থেকে মাত্র একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে। ফলে কলেজটিতে পাসের হার শূন্য।